যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

কুমিল্লা বোর্ডে ফল বিপর্যয়ের নেপথ্যে ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়

কুমিল্লা ব্যুরো

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড এইচএসসি পরীক্ষায় এবার দেশের অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ফলাফলে পিছিয়ে রয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা বরাবরই ভালো ফল করে এলেও এ বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা এবার ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অকৃতকার্য হয়েছে। আর বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীরা পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান এ দুই বিষয়ে জিপিএ-৫ কম পেয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের ফল বিপর্যয়ের নেপথ্য কারণ হিসেবে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা দুষছেন আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক শূন্যতা, ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি এবং পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ভুল ও তুলনামূলক কঠিন প্রশ্ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করার বিষয়গুলোকে। জানা যায়, এ বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার গত বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ বেড়ে ৬৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ হলেও তা দেশের দশ শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং দেশের গড় পাসের হারের তুলনায় ১০.২১ শতাংশ কম। আর এ বোর্ডে এ বছর মোট ৩৮ হাজার ৪৭৮ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজি ও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন ৩২ হাজার ৮৯০ জন। ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন ১৭ হাজার ৮৬২ জন। আইসিটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন ১৫ হাজার ২৮ জন। গত বছরও এ বোর্ডে এ দুটি বিষয়ে ২৩ হাজার ৮০৫ জন অকৃতকার্য হন। আইসিটি বিষয়ে সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় ও বেসরকারি কলেজে বিগত ৫ বছর ধরে আইসিটি শিক্ষকের এমপিওভুক্তি না দেয়ায় শিক্ষক শূন্যতা এবং ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকায় এমন ফল বিপর্যয় হয়েছে বলে মনে করছেন কুমিল্লার শিক্ষা বিশ্লেষকরা। অপরদিকে দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এবার উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৯১২ জন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে কুমিল্লা বোর্ডে বড় ধরনের বিপর্যয়ের কারণে এবার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্থান না পাওয়ার শংকায় আছেন মেধাবী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এ বছর ১০ বোর্ডে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১২ লাখ ৩ হাজার ৬৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থী এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। দেশে গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। এক্ষেত্রে কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ বোর্ডে ১ লাখ ৮ হাজার ৩৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬৯ হাজার ৮৯৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ১ হাজার ৯১২ জন শিক্ষার্থী। দেশের গড় ফলাফল ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে অন্যান্য বোর্ডগুলো থেকে পিছিয়ে থাকায় এবং যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান বিভাগের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পদার্থ বিদ্যা ও জীববিদ্যা বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ৮০ শতাংশ নম্বর না পাওয়ায় তাদের ও পরিবারের স্বপ্নে চিড় ধরেছে।